দৈনিক ইনকিলাব

SEP. ২৩ 2002

তারিখ ...
পৃঃ ৭ কলাম ৪

ইনকিলাব ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলো গতকাল খুলেছে। ছবিতে হলে প্রবেশের আগে নির্দিষ্ট ফরমে স্বাক্ষর করতে দেখা যাচ্ছে ছাত্রীদের

ঢাবি'র আবাসিক হল খুলেছে ছাত্রদল-ছাত্রলীগের সহাবস্থান

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ দীর্ঘ ৬৩ দিন বন্ধ থাকার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলো গতকাল (রবিবার) খুলেছে। আগামী ৩ অক্টোবর থেকে ক্লাস শুরু হবে। গতকাল সকাল থেকে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ছাত্র-ছাত্রীরা হলে ফিরে আসে। ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতিতে সরব হয়ে উঠে হলগুলো। দীর্ঘদিন পর হলে ফেরার আনন্দে সৃষ্টি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ। সকাল ১০টা থেকে বৈধ পরিচয়পত্র দেখিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা হলে প্রবেশ করে। ছাত্রলীগের বৈধ কার্ডধারী শতাধিক নেতা-কর্মী হলে উঠে। এতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে দীর্ঘ কয়েক বছর পর সহাবস্থান হলো। হলে ওঠার পর একসাথে বসে গল্প-আড্ডায় মেতে উঠেছে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা। হল খোলার প্রথম দিনে কোথাও কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। ক্যাম্পাসের পরিবেশ ছিল শান্ত-স্বাভাবিক। বিপুল সংখ্যক পুলিশ-বিডিআরের উপস্থিতিতে যে পরিস্থিতিতে গত ২৭ জুলাই ছাত্র-ছাত্রীরা হল ত্যাগ করে গতকালকের চিত্র ছিল এর সম্পূর্ণ উল্টা। ক্যাম্পাসে পুলিশের উপস্থিতি ছিল স্বাভাবিক। হল খোলার প্রথম দিনে কোন ছাত্র সংগঠন মিছিল-সমাবেশ

৭-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

ঢাঃবিঃ'র আবাসিক হল খুলেছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করেনি। খুলে দেয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, প্রো-ভিসি, প্রক্টর ও শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রতিটি হল ঘুরে-ফিরে দেখেছেন। ভিসি প্রফেসর এস এম এ ফায়েজ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেছেন, সকল হলে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করছে। কেউ কোন অভিযোগ করেনি।

গত ১৪ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গতকাল সকাল ১০টা থেকে আবাসিক হলগুলো খুলে দেয়া হয়। দু'একটি হলে ছাত্ররা সকাল থেকেই উল্লেখযোগ্য হারে সমবেত হলে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই সে হলগুলো খুলে দেয়া হয়। প্রত্যেক হল গেটে প্রভোস্টসহ আবাসিক শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন। সকল হলেই ছাত্রছাত্রীদেরকে বৈধ পরিচয়পত্র দেখিয়ে প্রবেশ করতে হয়। এছাড়া হলে ঢোকার আগে নির্দিষ্ট ফরমে স্বাক্ষর করে ছাত্রছাত্রীরা। যে সকল শিক্ষার্থীর আবাসিক কিংবা দ্বৈতাবাসিক পরিচয়পত্র নেই, তারা কেউ হলে প্রবেশ করতে পারেনি। এতে নতুন শিক্ষার্থীদের অনেকেই বিপাকে পড়ে। হলে প্রবেশের সময় আবাসিক ছাত্রদের তালিকা দেখে নিশ্চিত করা হয়। ইতোপূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক হলের ছাত্ররা বিশেষ করে দলীয় নেতা-কর্মীরা গ্রুপিং-এর কারণে অন্য হলে অবস্থান করত। কিন্তু গতকাল সকলেই যার যার হলে উঠেছে। এতে সূর্যসেন ও এসএম হলে ছাত্রদলের দুই গ্রুপ মুখোমুখি অবস্থান গ্রহণ করেছে।

এদিকে দীর্ঘ দুই বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে সহাবস্থান হয়েছে। বিভিন্ন হলের ছাত্রলীগের বৈধ কার্ডধারী শতাধিক নেতা-কর্মী হলে উঠেছে। সহাবস্থানের এ প্রক্রিয়ায় কেউ কোন ধরনের বাধার সম্মুখীন হয়নি। সকাল ১০টায় ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি বলরাম পোদ্দার, খান মাইনুল ইসলাম মোস্তাক, খলিলুর রহমান, এম এ মমিন পাটোয়ারী, দেলোয়ার হোসেন ও হেমায়েত উদ্দিন হিমুসহ নেতৃবৃন্দ সহাবস্থানের প্রক্রিয়ায় সর্বপ্রথম মুজিব হলে যান এবং প্রশাসনের সহায়তায় সেখানে ছাত্রলীগের বৈধ কার্ডধারী কয়েকজন কর্মীকে হলে তুলে দেন। পর্যায়ক্রমে ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ প্রায় সকল হলের প্রভোস্টের সাথে সভা করে হলের বাইরে থাকা নেতা-কর্মীদের হলে তুলে দেয়ার দাবী জানান। হল প্রশাসন ছাত্রলীগের বৈধ কার্ডধারী নেতা-কর্মীদের হলে তুলে দেয়ার আশ্বাস দেন। এর প্রেক্ষিতে জহুরুল হক হলে ছাত্রলীগের ১৫ জন নেতা-কর্মী, জগন্নাথ হলে ১৫ জন, এসএম হলে ৫ জন, সূর্যসেন হলে ৭ জন, জিয়াউর রহমান হলে ৪ জন, মুহসীন হলে ৪ জন, ফজলুল হক হলে ১০ জন, শহীদুল্লাহ হলে ১২ জন, জসীমউদ্দীন হলে ৩ জন এবং চারটি ছাত্রী হলে সকল নেতা-কর্মী উঠে। হলে ওঠার পর ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের একসাথে বসে খোশগল্প করতে দেখা গেছে। উল্লেখ্য, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে নারায়ণগঞ্জে শামীম ওসমানের সমাবেশস্থলে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার পর ছাত্রদলের সকল নেতা-কর্মী হল থেকে বিতাড়িত হয়।